কৃষিই সমৃদ্ধি

বিএডিসি'র সার গুণে ও মানে সর্বোৎকৃষ্ট

"বিএডিসি'র সার ব্যবহার করুন অধিক ফসল ঘরে তুলুন"

ডিএপি সার

- ডিএপি সার অর্থাৎ ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট ফসলের জন্য একটি উন্নত মানের ফসফেট ও নাইট্রোজেন সার।
- ডিএপি সারে টিএসপি ও ইউরিয়া এ দুটি সারেরই গুণাগুণ থাকে। ডিএপি সার ব্যবহার করে টিএসপি ও ইউরিয়া সারের ব্যবহার কমানো যায়।
- গবেষণায় দেখা গেছে, ১০০ কেজি ডিএপি সার ব্যবহারে ১০০ কেজি টিএসপি ও ৪০ কেজি ইউরিয়া সারের সমান ফল পাওয়া যায়।
- ডিএপি সার সব মাঠ ফসল, সবজি ও ফলের বাগানে সার্বজনীনভাবে অনায়াসে ব্যবহারযোগ্য।
- যে কোন ফসল বপন বা রোপনের আগে মাটিতে ডিএপি সার ব্যবহার করলে সর্বাধিক সুফল পাওয়া যায়। সহজেই এই সার জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করা যায়। জমিতে পটাশ, সালফার, বোরন এসব সারের প্রয়োজন থাকলে এগুলোর সাথে ডিএপি সার মিশিয়ে ব্যবহার করা যাবে।
- ডিএপি সার খুব তাড়াতাড়ি পানিতে গলে। ফলে দ্রুত বর্ধনশীল ও স্বল্প মেয়াদের ফসল যেমন-আলু, শাকসজি, গম, সরিষা ইত্যাদি আবাদে খুবই উপযোগী।
- ইউরিয়া সার থেকে কিছু নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া গ্যাস আকারে বাতাসে উড়ে যায়। তবে ডিএপি সারে নাইট্রোজেন ও ফসফরাস মিশানো অবস্থায় থাকে বলে অপচয় হয় না।
- আলু আবাদে টিএসপি সারের বদলে ডিএপি সার ব্যবহার করলে ১৫-২০ ভাগ ইউরিয়া কম লাগে। আলুর ফলন বেশি হয় এবং উৎপাদন খরচ কমে যায় ।
- ডিএপি সারে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন রয়েছে তার চেয়ে বেশি নাইট্রোজেন দরকার হলে পরিমাণ মতো ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- ডিএপি সার পরিমাণ মতো ব্যবহারে মাটির কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু অধিক ফলন পাওয়া যায়।

টিএসপি সার

- টিএসপি বা ট্রিপল সুপার ফসফেট সার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ফসফেট সার। এতে শতকরা ৪৬ ভাগ ফসফেট পাওয়া যায়।
- টিএসপি সার গাছের প্রাথমিক পর্যায়ের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে।
- মাটিতে ফসফরাস সারের অভাব হলে গাছের কান্ড ও শিকড়ের বৃদ্ধি কমে যায়। ফুল, ফল কম ধরে ও ফলন অনেক কমে যায়। এজন্য ফল জাতীয় ফসলে এ সারের ব্যবহার অনেক গুরুত্বপূর্ণ।
- টিএসপি সারের ব্যবহারে গাছের কান্ড শক্ত হয় ও গাছ নেতিয়ে পড়া থেকে রক্ষা পায়।
- টিএসপি সার পরিমাণ মতো ব্যবহার করা হলে ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়। ফুল, ফল ও বীজের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়।
- তৈল জাতীয় ফসলে সুষম মাত্রায় ফসফরাস সার ব্যবহার করলে তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- টমেটো, বেগুন, লাউ জাতীয় সবজিতে টিএসপি সার ব্যবহার করলে ফুল ও ফলের গুণগতমান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

এমওপি সার

- এমওপি বা মিউরেট অব পটাশ সর্বাধিক ব্যবহৃত পটাশ সার। এতে শতকরা ৫০ ভাগ পটাশ থাকে।
- এমওপি সারের ব্যবহারে গাছের শিকড়ের বৃদ্ধির হার বাড়ে, ফলে গাছ খাদ্য ও পানি শোষণ সঠিকভাবে করতে পারে।
- সঠিকভাবে এমওপি সারের ব্যবহারে গাছের কাঠামো শক্ত হয়, রোগবালাই কম হয়, খরা ও ঠান্ডায় গাছের সহিষ্ণুতা বাড়ে।
- আলু আবাদে পরিমিত হারে এমওপি সার ব্যবহার করা হলে আলুর আকৃতি, মান ও সংরক্ষণ গুণ বৃদ্ধি পায়। কন্দাল ফসল চাষে এমওপি সারের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ধানে বাদামি গাছ ফড়িং আক্রমণ করলে অনুমোদিত কীটনাশকের সাথে বিঘাপ্রতি (৩৩ শতক) ৫ কেজি এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।
- দানা জাতীয় ফসল যেমন ধান, গম, ভুট্টা এসবে সুষম মাত্রায় এমওপি সার ব্যবহার করলে দানা পুষ্ট হয়, ফসলের গুণগতমান ও সংরক্ষণ গুণ বাড়ে।

সার ব্যবহার সংক্রান্ত যে কোন পরামর্শ নিতে বিএডিসি এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নিন।

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন
আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)